শ্রীপাদ কবি যোগীন্দ্র কহিলেন—হে রাজন্! কায়, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বুদ্ধি ও চিত্তের দ্বারা অথবা নিজ দৈহিক ও ব্যবহারিক যাহা যাহা করিতেছ, সেই সকল পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণায় নমঃ বলিয়া সমর্পণ করিবে। ২১৭।

পূর্ব্বে "ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত" অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্ম বল এইরূপ নিমিকৃত প্রশ্নের পর শ্রীকবি যোগীন্দ্র "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ" অর্থাৎ নিজ প্রাপ্তির জন্য শ্রীভগবান্ যে সকল উপায় বলিয়াছেন, সেই সকল উপায়ের নাম ভাগবতধর্ম্ম—ইত্যাদি প্রকারে মুখ্যরূপে সাক্ষাৎ ভগবতধর্ম্মসকলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সকল ভাগবধর্ম্মের মধ্যেও "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের সুমঙ্গল জন্ম কর্ম্ম এবং নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্যলোকাপেক্ষা শূন্য হইয়া বিচরণ করিবে। এইরূপে ভাগবত-ধর্ম্মের কতিপয় অঙ্গ দেখান হইয়াছে। পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্রের প্রসঙ্গে "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ" সেই শ্রীগুরুচরণসমীপে ভাগবতধর্ম্মসকল শিক্ষা করিবে। এই উপক্রম-বাক্যের পর "ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া" অর্থাৎ এই প্রকার শ্রীগুরুচরণ হইতে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া ভজন করিতে করিতে ভাবভক্তি লাভ করিবে; সেই ভাবভক্তির প্রভাবে নারায়ণপরায়ণ ভক্ত সুখে মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। এই উপসংহারবাক্যের পূর্ব্বে ভাগবতধর্ম্মের সহায়রূপে অন্যসঙ্গত্যাগ প্রভৃতি উপদেশও সর্ব্বতোমনসোঽ-সঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা করিবেন। অতএব, এই লৌকিক কর্ম্মাদি শ্রীভগবানে সমর্পণ করিলে যেমন-তেমন প্রকারে ভাগবতধর্ম্মসিদ্ধি হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অর্থাৎ বস্তুতঃ ভগবানে অর্পিত কর্ম্ম ভাগবতধর্ম্ম হইতে পারে না কিন্তু অর্পণসময়ে যথা কথঞ্চিৎ ভগবানের স্মরণ হয় বলিয়া ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া উপচার করা হয়। স্বামীপাদকৃত টীকাতে 'কায়েন বাচা' শ্লোকে নিম্নলিখিত প্রকার অর্থ করা হইয়াছে। "আত্মা" অর্থাৎ চিত্ত অথবা অহঙ্কার দ্বারা যাহা করা হয়, অনুসৃত যে স্বভাব, সেই স্বভাব হইতে কৃত যে কর্ম্ম, তাহাও শ্রীভগবানে অর্পিত হইবে। এস্থানের তাৎপর্য এই যে—কেবল শাস্ত্রবিধি অনুসারে কৃতকর্ম্মই শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করিবে—এই প্রকার নিয়ম নয়, স্বভাবানুসারে কৃতলৌকিককর্ম্মও সমর্পণ করিবে। শ্রীভগবদ্গীতাতেও উল্লিখিত আছে—"যৎকরোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যে হোম কর, যাহা দান কর, যে তপ